ঝিনাইদহে দালাল চক্রের হাতে বিআরটিএ কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

ঝিনাইদহ বিআরটিএ অফিসের দালালের হাতে তারিক হাসান নামের এক কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ বিআরটিএ অফিসে মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসান এ লাঞ্ছিতের ঘটনার শিকার হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের কর্মস্থল বিআরটি’এ অফিসে নিজ কক্ষে অবস্থান করছিলেন মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসান। সে সময়ে ওলিয়ার রহমান নামের এক দালাল মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসানের রুমের মধ্যে ঢুকে গালি-গালাজ শুরু করে। সেসময় তারিক হাসান তাদের অফিস থেকে বের হতে বললে ওলিয়ার তার উপর চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তাকে ধাক্কা দেয়। বিষয়টি দেখে অফিসের অন্যরা এগিয়ে এলে দালালরা পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ বিআরটি’র মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসান বলেন, দালাল ওলিয়ারকে অফিসের বাইরে যেতে বলায় তারা আমার ওপর চড়াও হয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারতে তেড়ে আসে। এছাড়াও আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ও দেয়। তিনি আরও বলেন, আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এজন্য যে তারা যে কোন সময় আমার ওপর হামলা করতে পারে যে কারণে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি জিডি করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ বিআরটি’র সহকারী পরিচালক আতিয়ার রহমান বলেন, কিছু দালাল চক্র অফিসের মধ্যে প্রবেশ করে এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে বিষয়টি অবগত করেছি। এ ধরনের ঘটনা এড়াতে অনতিবিলম্বে দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হাসপাতালের রোগীদের প্রলোভন দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা